১০.২ সামাজিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞা (Definition of Social Group)

'গোষ্ঠী' শব্দটি বহু ও বিভিন্ন অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'গোষ্ঠী' শব্দটির অর্থের নির্দিষ্টতা প্রসঙ্গে সংশয় বর্তমান। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে পারিবারিক গোষ্ঠী, জ্ঞাতি গোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠী, পেশা গোষ্ঠী, সমবয়সীদের গোষ্ঠী, লিঙ্গ গোষ্ঠী প্রভৃতির কথা বলা যায়। 'গোষ্ঠী' কথাটি হালকাভাবে অনেক অর্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেক সময় সমগ্র মানব জাতিকে বোঝাতে 'মানবগোষ্ঠী' কথাটি ব্যবহার করা হয়। আবার দুই বা তার অধিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও 'ক্ষুদ্র গোষ্ঠী' কথাটি ব্যবহার করা যায়। সুতরাং 'গোষ্ঠী' শব্দটি সুনির্দিষ্ট অর্থবাহক কোন শব্দ নয়। এমনকী সমাজতত্ত্ববিদ্‌রাও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় 'গোষ্ঠী' শব্দটি সব সময় অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন না। স্বভাবতই 'গোষ্ঠী' শব্দটির একটি নির্দিষ্ট ও সন্তোষজনক সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়।

বটোমোরের সংজ্ঞা // বিশেষ এক ব্যক্তি-সমষ্টিই সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত হয়। এই ব্যক্তি-সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এই সম্পর্ক নির্দিষ্ট। এবং গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীগত যে বন্ধন, সে সম্পর্কে গোষ্ঠীর প্রত্যেকেরই যথেষ্ট সচেতনতা থাকে। এ ক্ষেত্রে বটোমোর (T. B. Bottomore)-প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। *Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি বলেছেন : "A social group may be defined as an aggregate of individuals in which (i) defined relations exist between the individuals comprising it; and (ii) each individual is conscious of the group itself and its symbols." সুতরাং বটোমোরের অভিমত অনুসারে, একটা সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এক মানবগোষ্ঠীই হল সামাজিক গোষ্ঠী। এই মানবগোষ্ঠীর একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি সমস্ত সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখলে, গ্রাম, পরিবার, জাতি, রাজনীতিক দল, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি হল গোষ্ঠীর উদাহরণ। একতা, সংহতি, গভীর সম্পর্ক আর গোষ্ঠী বহির্ভূত ব্যক্তিবর্গ থেকে একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ, এই ধরনের গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বর্তমান থাকে। বটোমোরের অভিমত অনুসারে সকল গোষ্ঠীরই অন্তত একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকে। নিয়মকানুন, রীতিনীতি প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। তা ছাড়া সদস্যদের চেতনায় গোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বর্তমান থাকে। বটোমোর বলেছেন : "...a social group has at least a rudimentary structure and organization (including rules, rituals, etc.) and a psychological basis in the consciousness of its members." প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, সাংগঠনিক ভিত্তি, গভীর সম্পর্ক ও সংহতি বা সমষ্টিবোধের অভাবজনিত কারণে সামাজিক শ্রেণী (Social class), পদমর্যাদা-ভিত্তিক মানবগোষ্ঠী (Status Group) প্রভৃতি গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত হয় না।

জিসবার্টের সংজ্ঞা // সামাজিক গোষ্ঠী প্রসঙ্গে জিসবার্ট (Pascual Gisbert)-এর বক্তব্য সহজ-সরল। তাঁর অভিমত অনুসারে সামাজিক গোষ্ঠী হল সেই ধরনের ব্যক্তির সমষ্টি, যারা স্বীকৃত একটি সংগঠনের

মধ্যে একে অপরের উপর ক্রিয়াশীল থাকে। *Fundamentals of Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি বলেছেন : "A social group is a collection of individuals inter-acting on each other under a recognizable structure. It may be a political party, a cricket club or a social class." এই সামাজিক গোষ্ঠীর উদাহরণ হিসাবে তিনি রাজনৈতিক দল, খেলাধূলা করার ক্লাব প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে, যে-কোনও সামাজিক গোষ্ঠীর একটি সাংগঠনিক রূপ থাকতে হবে। এবং এই সংগঠনের যারা সদস্য, তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকবে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে।

ম্যাকাইভার ও পেজের সংজ্ঞা ।। ম্যাকাইভার ও পেজ (R. M. MacIver and C. H. Page) ব্যাপক অর্থে 'গোষ্ঠী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের যে-কোন সমষ্টিই হল গোষ্ঠী। এই দুই সমাজতত্ত্ববিদ বলেছেন : "...by group we mean any collection of human beings who are brought into social relationships with one another. Social relationship involve, as we have seen, some degree of reciprocity between those related, some measure of mutual awareness as reflected in the attitudes of the members of the group." এই দুই অধ্যাপক-এর কাছে গোষ্ঠীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে এর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান থাকার মধ্যে। তাঁদের আরও অভিমত হল : "A group... as we understand it, involves reciprocity between its members." এইভাবে এত ব্যাপক অর্থে দেখলে, পরিবার, গ্রাম, শহর, জন-সম্প্রদায় (community), শ্রমিক-সঙ্ঘ, সামাজিক শ্রেণী, জাতি, উপজাতি প্রভৃতি সকলকেই গোষ্ঠীর উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

অন্যান্য সংজ্ঞা ।। *Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে হর্টন ও হান্ট (P. B. Horton and C. L. Hunt) এ প্রসঙ্গে বলেছেন : "Groups are aggregates of categories of people who have a consciousness of membership and of interaction." প্রসঙ্গক্রমে সামাজিক গোষ্ঠীর আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞার উদ্ধৃতি আবশ্যক। বোগারডাস (Emory S. Bogardus) তাঁর *Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "A social group may be thought of as a number of persons two or more, who have some common objects of attention, who are stimulating to each other, who have common loyalty and participate in similar activities." অগবার্ন ও নিমকফ (Ogburn and Nimkoff) তাঁদের *A Handbook of Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "Whenever two or more individuals come together and influence one another, they may be said to constitute a social group." শেরিফ ও শেরিফ (Sheriff and Sheriff) তাঁদের *An Introduction to Social Psychology* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : 'A group is a social unit which consists of a number of individuals who stand in (more or less) definite status and role relationships to one another and which possesses a set of values or norms of its own regulating the behaviour of individual members at least in matters of consequence to the group." বেনেট ও টিউমিন (Bennet and Tumin) তাঁদের *Social Life* শীর্ষক পুস্তকে বলেছেন : "A group is a number of people in definable and persisting interaction directed toward common goals and using agreed upon means." সামাজিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গ্রীন (Green A. W.) তাঁর *Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "A group is an aggregate of individuals which persists in time, which has one or more interests and activities in common and which is organised." *Cultural Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে গিলিন ও গিলিন (Gillin and Gillin) বলেছেন : "a social group grows out of and requires a situation which permits meaningful inter-stimulation and meaningful response between the individuals involved, common focussing of attention of common stimuli and, or interests and the development of certain common drives, motivations or emotions." সমাজবিজ্ঞানী জনসন (Harry M. Johnson) তাঁর *Sociology : A Systematic Introduction* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "A social group is a system of social interaction."

গোষ্ঠী চেতনা ।। প্রকৃত প্রস্তাবে এক বিশেষ

১০.৫ সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ (Types of Social Groups)

বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাজন সম্ভব ।। মানবসমাজে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই শ্রেণীবিভাগ করা হয় বিভিন্ন বিচার-বিবেচনা ও নানা দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে। বটোমোর (T. B. Bottomore)-এর অভিমত অনুসারে বেশ কয়েকটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাজন করা যায়। এগুলি হল গোষ্ঠীর অস্তিত্বের উদ্দেশ্য, গোষ্ঠীর সদস্যবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের আবেগপ্রবণতা বা বৌদ্ধিক প্রকৃতি, সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যক্তিগত বা নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র, গোষ্ঠীর আকৃতি এবং গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব। *Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে বটোমোর বলেছেন : "....we have a number of criteria which can be applied in the classification of social groups : the end for which the group exists, the emotional or intellectual character of the relations between members of the group, the personal or impersonal nature of their relations, the size of the group, and its duration." সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ম্যাকাইভার ও পেজও মোটামুটি একই অভিমত পোষণ করেন। এই দুই সমাজতত্ত্ববিদের অভিমত অনুসারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায়। মরিস জিন্সবার্গ (M. Ginsberg)-ও এ প্রসঙ্গে মোটামুটি সমমতাবলম্বী। তাঁর মতানুসারে বিভিন্নভাবে সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের শ্রেণীবিভাজন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে তিনি গোষ্ঠীর আয়তন, আঞ্চলিক বণ্টন, স্থায়িত্ব, গোষ্ঠীর ভিত্তি হিসাবে সম্পর্কের ব্যাপ্তি, গঠন-প্রক্রিয়া, সাংগঠনিক প্রকৃতি প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : "Groups can be classified in numerous ways, according to size, local distribution, permanence and inclusiveness of the relationships on which they rest, mode of formation, type of organization and so forth."

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং বিভিন্নভাবে সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এবং স্বভাবতই সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ যে যার মত করে সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাজন করেছেন। কোন কোন চিন্তাবিদ সহজ-সরলভাবে আবার কেউ অত্যন্ত বিশদভাবে শ্রেণীবিভাজনের পরিকল্পনা করেছেন। তবে প্রধানত, সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি, গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব, সদস্যদের উদ্দেশ্য, সংগঠনের রূপরেখা প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক গোষ্ঠীসমূহকে নানাভাবে ও ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

(ক) প্রাথমিক গোষ্ঠী বা গৌণ গোষ্ঠী ।। সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সকল ক্ষেত্রে অভিন্ন প্রকৃতির নয়। এই পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই দুটি ভাগ হল : (১) প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group) এবং (২) গৌণ গোষ্ঠী (Secondary Group)। সামাজিক গোষ্ঠীর এই শ্রেণীবিভাজনটিকে জিসবার্ট মৌলিক বলে মন্তব্য করেছেন এবং এই দু'ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর আলোচনার উপরই জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "There are many criteria by which social groups may be classified...But the most fundamental is the division into primary and secondary groups." সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক

১০.৬ প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর ধারণা // প্রাথমিক গোষ্ঠী হল এক অন্তরঙ্গ সংগঠন। এবং এ হল অল্পসংখ্যক মানুষের সংগঠন। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত পরিচিতি থাকে। এবং এই পরিচয়ের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও বর্তমান থাকে। তাদের এই সম্পর্কের মূলে আছে মুখোমুখি বা প্রত্যক্ষ পরিচয়। অর্থাৎ এই সম্পর্কের স্বরূপ হল গভীর ও নিবিড়। প্রত্যক্ষ বা মুখোমুখি সম্পর্কের জন্যই প্রাথমিক গোষ্ঠীকে মুখোমুখি গোষ্ঠী (face-to-face group)-ও বলা হয়। এই প্রসঙ্গে জিসবার্ট (Pascual Gisbert)-

এর অভিমত হল : ''The primary or face-to-face group is based on direct personal contact, in which the members deal immediately with one another.'' পরিবার, খেলার দল, পাড়ার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী (Gossip group) প্রভৃতিকে প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। বস্তুত প্রায় সকল দেশের সমস্ত রকম সমাজব্যবস্থাতেই এই সমস্ত গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মানবপ্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন বিশ্বজনীন বিষয় বর্তমান থাকে। সেই সমস্ত বিষয়ের ভিত্তি হল এই সব গোষ্ঠী। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি স্থায়ী বা অস্থায়ী যে-কোন ধরনের হতে পারে। কিন্তু সকল ধরনের প্রাথমিক গোষ্ঠীই সামাজিকীকরণের (socialization) ক্ষেত্রে কার্যকর মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া এই প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলিই হল সামাজিক সংগঠনের মৌল উপাদান। জিসবার্ট বলেছেন : ''The primary or face-to-face group, whether temporary or permanent, is the most effective agency of socialization as well as the modern cell of social organization. The family, the play group, or the gossip group belong to this category.'' প্রাথমিক গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে ম্যাকাইভার ও পেজ (R. M. MacIver and Page) তাঁদের *Society : An Introductory Analysis* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : ''The simplest, the first, the most universal of all forms of association is that in which a small number of persons meet 'face-to-face' for companionship , mutual aid, the discussion of some question that concerns them all, or the discovery and execution of some common policy.''

১০.৭ প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Primary Group)

উপরের আলোচনা থেকে প্রাথমিক গোষ্ঠীর ধারণা স্পষ্ট হয়। এই ধারণা বিচার-বিশ্লেষণ করলে প্রাথমিক গোষ্ঠীর কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদানগুলি প্রকৃতিগত বিচারে দ্বিবিধ। কতকগুলি উপাদান হল প্রাথমিক গোষ্ঠীর বহিরঙ্গবিষয়ক। এবং অবশিষ্ট উপাদানগুলি প্রাথমিক সম্পর্কের প্রাকৃতিক-বিষয়ক। প্রাথমিক গোষ্ঠীর বহিরঙ্গের বিশিষ্টতাগুলি হল দৈহিক নৈকট্য, গোষ্ঠীর সীমিত আয়তন ও গোষ্ঠীগত বন্ধনের স্থায়িত্ব। আবার গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বর্তমান পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতেও প্রাথমিক গোষ্ঠীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

(ক) প্রাথমিক গোষ্ঠীর বহিরঙ্গের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (Physical Characteristics of Primary Group)

(১) দৈহিক নৈকট্য (Physical Proximity) — দু' ধরনের বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদান || প্রত্যক্ষ পরিচয় অথবা মুখোমুখি সম্পর্ক দৈহিক নৈকট্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। দৈহিক নৈকট্য প্রত্যক্ষ পরিচয় বা মুখোমুখি সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে দৈহিক নৈকট্য বা ব্যক্তিগত সান্নিধ্য, চিন্তা-চেতনা, ভাব-ভাবনা ও মতামতের পারস্পরিক আদান-প্রদানকে অধিকতর সহজ করে তোলে। ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয় পারস্পরিক সহানুভূতি, সদ্ভাব ও আত্মীয়সুলভ মনোভাবের। এবং এই উপায়েই ব্যক্তিগত সামীপ্য মুখোমুখি সম্পর্ক গঠনে বা প্রাথমিক গোষ্ঠী সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

দৈহিক নৈকট্য অপরিহার্য নয় || এতদ্‌সত্ত্বেও দৈহিক নৈকট্যকে এ ক্ষেত্রে একেবারে অপরিহার্য উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। কারণ এ রকম ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ব্যতিরেকেও মুখোমুখি সম্পর্কের সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অপরাপর যোগাযোগের মধ্য দিয়েও সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এবং তা হয়ও। আবার, বিপরীত দিক থেকে বিচার করলে দৈহিক সান্নিধ্যের অস্তিত্ব সত্ত্বেও অন্তরঙ্গতার অভাব থাকতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত সান্নিধ্য এই প্রতিবন্ধকতাকে প্রশমিত করতে পারে না।

(২) গোষ্ঠীর সীমিত আয়তন (Small Size) — ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য গোষ্ঠীচেতনার সৃষ্টি হয় || প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মুখোমুখি সম্পর্ক ও অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত সহায়ক শর্ত হল গোষ্ঠীর সীমিত আয়তন। গোষ্ঠীর আয়তন যেখানে বিশাল, সেখানে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে থাকে। এবং বৃহদায়তনবিশিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে শিথিল সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। আয়তন বৃদ্ধি পেলে গোষ্ঠীর প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। এই কারণে ক্ষুদ্র আয়তন ও স্বল্পসংখ্যক সদস্য হল প্রাথমিক গোষ্ঠীর বহিরঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। এবং এরই ফলস্বরূপ প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সত্বর এক গোষ্ঠী-চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং গভীর সদ্ভাব-সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়।

(৩) গোষ্ঠী বন্ধনের স্থায়িত্ব (Stability) || সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের আন্তরিকতা ও গভীরতা বহুলাংশে সাক্ষাৎকারের পৌনঃপুনিকতা ও স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল। সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ মেলামেশা যত বেশি ঘন ঘন ও দীর্ঘসময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়, সম্পর্কগত আন্তরিকতাতেও তত বেশি গভীরতা আসে। আবার, গোষ্ঠীগত ঐক্যের স্থিতিকালও দীর্ঘতর হয়ে থাকে সদস্যগণের মধ্যে আবেগ, অনুভূতি, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি কারণে। তারপর কালক্রমে সদস্যদের কাছে এই ধরনের গোষ্ঠী গঠনের উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে পড়ে; এবং তখন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় গোষ্ঠী নিজে। এই সমস্ত কারণের জন্যই স্বভাবতই প্রাথমিক গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে।

উপরে উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যই হল প্রাথমিক গোষ্ঠীর বহিরঙ্গের বৈশিষ্ট্য। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে, এই ঐক্য ও অন্তরঙ্গতাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বহিরঙ্গের এই

১০.৯ গৌণ গোষ্ঠী (Secondary Group)

গৌণ গোষ্ঠীর ধারণা // মানবসমাজে প্রাথমিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে আর এক ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই দ্বিতীয় ধরনের গোষ্ঠীগুলি আকারে বৃহৎ হয়। এবং এগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যযুক্ত গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। এই সমস্ত গোষ্ঠীর সাংগঠনিক দিকটিই হল প্রধান। এই ধরনের গোষ্ঠীর সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত থাকে না। এখানে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, মুখোমুখি বা ঘনিষ্ঠতাযুক্ত নয়। এই সম্পর্কের প্রকৃতি হল নৈর্ব্যক্তিক ও সীমিত। এই ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে বলা হয় গৌণ গোষ্ঠী (Secondary Group)। এই গৌণ গোষ্ঠীসমূহের অস্তিত্ব ও ভূমিকা আধুনিক সমাজব্যবস্থায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গৌণ গোষ্ঠী বৃহদাকারবিশিষ্ট হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে রাজনীতিক দল, পৌরসভা, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতির কথা বলা যায়। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মানবিক সংযোগ-সম্পর্ক অনির্দিষ্ট এবং ভাসা ভাসা। এই সম্পর্ক বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। গোষ্ঠীর মোট সদস্যের মধ্যে অতি অল্প কয়েক জনের সঙ্গে যে-কোন একজন সদস্যের ব্যক্তিগতভাবে চেনা-পরিচয় থাকে। গৌণ গোষ্ঠীতে কোন একজন সদস্য কেবল পরোক্ষভাবে অন্যান্য সদস্যদের প্রভাবিত করতে পারে। এখানে সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক নিতান্তই পরোক্ষ।

ডেভিস, জিসবার্ট এবং ম্যাকাইভার-পেজ // গৌণ গোষ্ঠী সম্পর্কে ডেভিস (Kingsley Davis)-এর অভিমত আলোচনা করা দরকার। তাঁর অভিমত অনুসারে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত হল এই গৌণ গোষ্ঠীগুলি। ডেভিস বলেছেন : "Secondary groups can be roughly defined as the opposite of everything already said about primary groups." গৌণ গোষ্ঠীগুলি হল বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। এই সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যরা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। বিশেষ বিশেষ স্বার্থ বা প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে এই সমস্ত গোষ্ঠী। এই কারণেই অনেক সময় এগুলিকে 'বিশেষ স্বার্থ-গোষ্ঠী' (Special-interest Group) নামেও আখ্যায়িত করা হয়। এখানে বিভিন্ন সদস্যের পরস্পরের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তা হল নৈর্ব্যক্তিক ও অল্পকালস্থায়ী। এই সম্পর্কের নিজস্ব কোনও মূল্য নেই। অর্থাৎ এ হল তৃপ্তিহীন ও ব্যাপ্তিহীন এক সম্পর্ক। এ প্রসঙ্গে জিসবার্ট (Pascual Gisbert)-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : "...the secondary group....rests on indirect, secondary or categorical contacts. People may not know each other personally." তিনি আরও বলেছেন : "The relations, which before were personal and primary as mentioned above, now become impersonal, secondary and formal." ম্যাকাইভার ও পেজ (R. M. MacIver and C. H. Page)-এর অভিমত অনুসারে গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যে বিভাজন পরিলক্ষিত হয়, তা হল শ্রেণীগত বিভাজন। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে এই বিভাজন ব্যক্তিগতভাবে হয় না। ম্যাকাইভার ও পেজকে অনুসরণ করে গৌণ গোষ্ঠীর উদাহরণ হিসাবে ক্রেতা ও বিক্রেতা, ভোটপ্রার্থী ও ভোটদাতা, কর্তৃপক্ষ ও নাগরিক, শিক্ষক ও ছাত্র, উকিল ও মক্কেল প্রভৃতির কথা বলা যায়। এই দুই সমাজতত্ত্ববিদ বলেছেন : "The relation with which people confront one another in such specialized group roles as buyers and sellers, voters and candidates, officials and citizens, teachers and students, practitioners and clients, are secondary involving categoric or rational attitudes."

উদাহরণ-সহযোগে ধারণার ব্যাখ্যা // শিক্ষক-ছাত্রের উদাহরণটি পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গৌণ গোষ্ঠী সম্পর্কিত ধারণাটি অধিকতর স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে আসেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সে উদ্দেশ্য হল যথাক্রমে অধ্যাপনা অর্থাৎ শিক্ষাদান এবং অধ্যয়ন বা শিক্ষাগ্রহণ। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও এঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা সান্নিধ্য হল বস্তুত একটি গৌণ বিষয়। কারণ প্রায় ক্ষেত্রেই, অধ্যাপকরা ব্যক্তিগতভাবে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে চেনেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের চেনা বা জানাটা সীমাবদ্ধ থাকে শ্রেণীর ক্রমিক সংখ্যার মধ্যেই। সকল ছাত্র-ছাত্রীর নাম-ধাম ও অন্যান্য পরিচয় প্রসঙ্গে অবহিত হওয়া অধ্যাপকদের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার ছাত্র-ছাত্রীরাও অধ্যাপকদের চেনে তাঁদের নামের শুধু-সংক্ষিপ্ত দু-তিনটি অক্ষর দিয়েই।

বস্তুত অধ্যাপকদের সম্পূর্ণ নামটাও বহু ছাত্র-ছাত্রীরই কাছে অজানা থেকে যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি হিসাবে অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রী পরস্পরের কাছে পরিচিত নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে অবস্থানের দু-তিন বছরের মেয়াদ এভাবেই শেষ হয়ে যায়। এবং তারা কলেজ থেকে বিদায় নেয়। তারপর অধ্যাপকদের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক থাকে না।

১০.১০ গৌণ গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Secondary Groups)

গৌণ গোষ্ঠীর ধারণা সম্পর্কিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গৌণ গোষ্ঠীর বহিরঙ্গের ও মৌল সম্পর্কের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হয়। এই বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক উপাদানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে গৌণ গোষ্ঠীর গঠনগত বিন্যাস এবং গৌণ সম্পর্কের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। বস্তুত, গৌণ গোষ্ঠীর বহু ও বিভিন্ন উপাদান বর্তমান। তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) বৃহৎ আকৃতি // গৌণ গোষ্ঠীগুলির আয়তন তুলনামূলকভাবে বৃহৎ হয়। স্বভাবতই এই সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যাও অধিক হয়। এমনকী, দুনিয়া জুড়েও কোন একটি গৌণ গোষ্ঠী বিস্তৃতিলাভ করতে পারে। 'রেডক্রস'-এর কথা এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও স্থানে রেডক্রস-এর শাখা-সংগঠন ও হাজার হাজার সদস্য বর্তমান। গৌণ গোষ্ঠীগুলি আকৃতিতে বড়, কিন্তু প্রকৃতিতে এগুলি কৃত্রিম।

(২) সদস্যপদ স্বেচ্ছাধীন // গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যপদ সাধারণত বাধ্যতামূলক হয় না। এই সদস্যপদ ঐচ্ছিক। অধিকাংশ গৌণ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। যেমন, রেডক্রস-এর সদস্য হতে কেউ বাধ্য নয়।

(৩) ব্যক্তির মর্যাদা ভূমিকা-নির্ভর // গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মর্যাদা তাদের জন্মগত বা ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল নয়। এই মর্যাদা নির্ভর করে তাদের ভূমিকার উপর। উদাহরণ হিসাবে কোন শ্রমিক সংঘের সভাপতির মর্যাদার কথা বলা যায়। তিনি সংঘে কী ভূমিকা পালন করেন তার উপর নির্ভর করে তাঁর মর্যাদা।

(৪) সদস্যদের মধ্যে মুখোমুখি পরিচয় থাকে না // মুখোমুখি বা প্রত্যক্ষ পরিচয় গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না। সমগ্র দেশ জুড়ে বা দুনিয়া জুড়ে কোন কোন গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যরা ছড়িয়ে থাকতে পারে। যেমন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির অথবা রোটারি ক্লাবের সদস্য বর্তমান। এই কারণে স্বভাবতই গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে অথবা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকেন না।

(৫) গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যই মুখ্য // যে কোন গৌণ গোষ্ঠী গঠিত হয় বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ এখানে মুখ্য বিষয় হল উদ্দেশ্য; ব্যক্তিগত সম্পর্ক এখানে একেবারেই গৌণ। সাংগঠনিক বা আনুষ্ঠানিক দিকটি এই ধরনের গোষ্ঠীতে প্রাধান্য পায়। উদ্দেশ্যের বিশিষ্টতা বা প্রাধান্যের পরিপ্রেক্ষিতে গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের ভূমিকা হল সীমিত এবং নৈর্ব্যক্তিক। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যগণ মিলিত হন কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে সাংগঠনিক কাজকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সান্নিধ্য বা আলাপ-পরিচয় ব্যাপারটি নিতান্তই গৌণ। সুতরাং গৌণ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যই হল সার্বিক বিচারে মুখ্য।

(৬) চুক্তির দ্বারা সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় // গৌণ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে বিশেষ স্বার্থে সুবিন্যস্তভাবে এবং সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলীর ভিত্তিতে। বহুলাংশে চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় গৌণ গোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভুক্ত পারস্পরিক সম্পর্ক। চুক্তির শর্তাদি উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে উল্লিখিত থাকে। চুক্তির শর্তসমূহ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টরূপে উল্লিখিত থাকে। এবং এই সমস্ত শর্ত গোষ্ঠীর সদস্যরা মেনে চলেন। এই কারণে গৌণ গোষ্ঠীসমূহের ক্রিয়াকলাপ হল বহুলাংশে বিধিবদ্ধ ও কৃত্রিম বা যান্ত্রিক প্রকৃতির। আবেগের কোন স্থান গৌণ গোষ্ঠীতে থাকে না। এখানে আইনের মাধ্যমে সদস্যদের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয়। এবং নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় পারস্পরিক সম্পর্ক।

(৭) বাহ্যিক ও নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক // গৌণ গোষ্ঠীর উদ্ভব সদস্যদের মধ্যে মুখোমুখি বা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে হয় না। এবং এই কারণে গোষ্ঠী-সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক আন্তরিক বা অন্তরঙ্গ হতে পারে না। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক হল পরোক্ষ এবং বাহ্যিক। এ ছাড়া এই সম্পর্কের ভিত্তি হল শ্রেণী ও পদমর্যাদা (Category)। তাই এই সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিকও বটে। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট বা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য বা সান্নিধ্য লাভের জন্য সদস্যরা গৌণ গোষ্ঠীতে সমবেত হয় না। তাই এ ধরনের গোষ্ঠীতে সম্পর্কের ব্যাপ্তি থাকে না। এবং এখানে স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সমষ্টিগত চেতনার বিষয়টি এখানে উপেক্ষিত।